বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল আদেশ, ১৯৭২

১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ৪৬ নং আদেশ

[১৮ই মে, ১৯৭২]

যেহেতু লিগ্যাল প্রাকটিসনার সংক্রান্ত আইন সংশোধন ও সংহত করা এবং বাংলাদেশের জন্য একটি বার কাউন্সিল গঠন করা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা ফরমান, বাংলাদেশের সাময়িক সংবিধান আদেশ, ১৯৭২ এর সহিত পঠিতব্য, অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে তাঁহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতাবলে, রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ আদেশ প্রণয়ন করিলেন:-

১। (১) এই আদেশ বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল আদেশ, ১৯৭২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আদেশে,-

(ক) "এডভোকেট" অর্থ এই আদেশের বিধান অনুসারে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত লিপিবদ্ধ একজন এডভোকেট;

(খ) "বার কাউন্সিল" অর্থ এই আদেশের অধীন গঠিত বাংলাদেশ বার কাউন্সিল;

[১][(খখ) "বার এসোসিয়েশন" অর্থ সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন বা কোনো স্থানীয় বার এসোসিয়েশন;]

(গ) "পূর্ব পাকিস্তান বার কাউন্সিল" অর্থ ২৬শে মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ তারিখের পূর্বে যে বার কাউন্সিল পূর্ব পাকিস্তান বার কাউন্সিল নামে পরিচিত ছিল;

(ঘ) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার;

(ঙ) "হাইকোর্ট" অর্থ [২][সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ];

[৩][(চ) "স্থানীয় বার এসোসিয়েশন" অর্থ কোনো জেলায় অবস্থিত বার এসোসিয়েশন বা অনুচ্ছেদ ৩৯ এর অধীন স্বীকৃত অন্যান্য বার এসোসিয়েশন কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন ইহাতে অন্তর্ভুক্ত হইবে না;]

(ছ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আদেশের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

---

১ দফা (খখ) বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

২ "বাংলাদেশ হাইকোর্ট" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ" শব্দগুলি বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ দফা (চ) বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(জ) “তালিকা”অর্থ বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত এডভোকেটগণের তালিকা (roll);

(ঝ) “ট্রাইব্যুনাল” অর্থ এই আদেশের অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনাল।

৩। (১) এই আদেশের বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নামে একটি বার কাউন্সিল গঠিত হইবে।

(২) বার কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে, স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার ও অধিকারে রাখিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং চুক্তি করিবার অধিকার থাকিবে, এবং উক্ত নামে ইহা মামলা করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধে মামলা করা যাইবে।

৪। অনুচ্ছেদ ৭ এ উল্লিখিত প্রথম বার কাউন্সিল সম্পর্কিত বিধান ব্যতীত , বার কাউন্সিলের মেয়াদ হইবে উহার সাধারণ নির্ধাচনের পর পহেলা [১][জুলাই] হইতে তিন বৎসর; প্রত্যেক মেয়াদান্তে কাউন্সিলের সদস্যগণের পদের অবলুপ্তি হইবে।

৫। (১) পনেরো জন সদস্য সমন্বয়ে বার কাউন্সিল গঠিত হইবে, যাহাদের মধ্যে-

(ক) একজন হইবেন বাংলাদেশের এ্যাটর্নি জেনারেল, পদাধিকারবলে;

(খ) সাতজন হইবেন তালিকাভুক্ত এডভোকেটগণের মধ্য হইতে এডভোকেটগণ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত; এবং

[২][(গ) সাতজন হইবেন উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন প্রতিটি দলের (group) অন্তর্গত স্থানীয় বার এসোসিয়েশনের মধ্য হইতে এডভোকেটগণ কর্তৃক নির্বাচিত।]

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (গ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বার এসোসিয়েশনসমূহ, সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সাতটি দলে বিভক্ত হইবে।

[৩][৫ক। (১) কোনো এডভোকেট একাধারে দুইবারের অধিক বার কাউন্সিলের সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না।

(২) এই অনুচ্ছেদ কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোনো এডভোকেট বার কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে একাধারে দুইবার নির্বাচিত হইলে তিনি পরবর্তী মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না।]

[৪][৬। (১) বার কাউন্সিলের একজন চেয়ারম্যান ও একজন-ভাইস চেয়ারম্যান থাকিবেন।

(২) বাংলাদেশের এ্যাটর্নি জেনারেল পদাধিকারবলে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হইবেন।

(৩) বার কাউন্সিলের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্ধারিত পদ্ধতিতে বার কাউন্সিলের সদস্যগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

---

১ “এপ্রিল” শব্দের পরিবর্তে “জুলাই” শব্দ বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (তৃতীয় সংশোধন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ১৪৪ নং আদেশ) এর ২ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (গ) বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ৩ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩ অনুচ্ছেদ ৫ক বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ৪ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

৪ অনুচ্ছেদ ৬ বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ১২নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৪) বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান এর যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে।]

[১][৬ক। বার কাউন্সিলের একজন সচিব থাকিবেন যিনি জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজগণের মধ্য হইতে সরকার কর্তৃক এবং তদকর্তৃক নির্দিষ্টকৃত শর্তে নিযুক্ত হইবেন।]

৭। [অনুচ্ছেদ ৭ বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৪নং আইন) এর ৩ ধারাবলে বিলুপ্ত।]

৮। কাউন্সিলের নির্বাচন সর্বদা বার কাউন্সিলের মেয়াদ যে বৎসরে শেষ হইবে সেই বৎসরের [২][মে মাসের একত্রিশতম দিনে] বা উহার পূর্বে অনুষ্ঠিত হইবে।

৯। কেবল ভোট প্রদানের অধিকারী ব্যক্তিকে যথাযথ নোটিশ প্রদান করা হয় নাই এই কারণে কোনো বার কাউন্সিলের সদস্য কর্তৃক নির্বাচন সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না, যদি নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিনের নোটিশ, ঐ দিনের কমপক্ষে ত্রিশ দিন পূর্বে, সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

১০। এই আদেশ এবং তদধীন প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষে, বার কাউন্সিলের কার্যাবলি হইবে-

(ক) উহার তালিকায় ব্যক্তিগণকে এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা, অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা, এবং উক্ত তালিকা হইতে এডভোকেটগণকে বাদ দেয়া;

(খ) উক্ত তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা;

(গ) এডভোকেটগণের জন্য পেশাগত আচরণ ও নৈতিকতার মানদণ্ড প্রণয়ন করা;

(ঘ) তালিকাভুক্ত এডভোকেটগণের বিরুদ্ধে অসদাচরণের মামলা গ্রহণ ও নির্ধারণ এবং উক্তরূপ মামলায় শাস্তির আদেশ প্রদান করা;

(ঙ) তালিকাভুক্ত এডভোকেটগণের অধিকার, বিশেষ ক্ষমতা বা স্বার্থ সংরক্ষণ করা;

(চ) বার কাউন্সিলের তহবিল ব্যবস্থাপনা ও বিনিয়োগ করা;

(ছ) ইহার সদস্যগণের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা;

(জ) ইহার কমিটি কর্তৃক অনুসৃত পদ্ধতির বিধান করা;

(ঝ) আইন শিক্ষার প্রসার এবং বাংলাদেশে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত শিক্ষা প্রদান করা হয় উহাদের সহিত পরামর্শক্রমে উক্ত শিক্ষার মানদণ্ড নির্ধারণ করা;

(ঞ) এই আদেশ দ্বারা বা উহার অধীন অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা;

(ট) উপরি-উক্ত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল কাজ করা।

---

[১] অনুচ্ছেদ ৬ক বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৪নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২] "ফেব্রুয়ারি মাসের আটাশতম দিন" শব্দগুলির পরিবর্তে "মে মাসের একত্রিশতম দিন" শব্দগুলি বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (তৃতীয় সংশোধন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ১৪৪ নং আদেশ) এর ৪ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১১। বার কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন করিবে, যথা:-

(ক) কাউন্সিল কর্তৃক উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে একটি নির্বাহী কমিটি;

[১][***]

(গ) কাউন্সিল কর্তৃক উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত পাঁচজন সদস্য সমন্বয়ে একটি অর্থ কমিটি;

(ঘ) নয়জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত একটি আইন শিক্ষা কমিটি- যাহার পাঁচজন কাউন্সিল কর্তৃক উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন এবং চারজন কাউন্সিলের সদস্য নহেন এইরূপ ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে কাউন্সিল কর্তৃক কো-অপ্টের মাধ্যমে, তন্মধ্যে কমপক্ষে দুইজন হইবেন বাংলাদেশের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের আইনের শিক্ষক।

(২) উপরি-উক্ত কমিটিসমূহের যেরূপ নির্ধারিত হইবে সেইরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে।

(৩) এই আদেশের অধীন বার কাউন্সিল উহার কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সংখ্যক অন্যান্য কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

১১ক। [১১ক বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৮নং আইন এর ৩ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।]

[২][১১খ। (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন বা এই আদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বা উহার অধস্তন কোনো আদালতে প্রাকটিস করিবার ইচ্ছাপোষণকারী এডভোকেটগণের তালিকাভুক্তির জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ের একটি তালিকাভুক্তি কমিটি থাকিবে, যথা:-

(ক) আপীল বিভাগের বিচারকগণের মধ্য হইতে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত একজন চেয়ারম্যান;

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকগণের মধ্য হইতে প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্য;

(গ) বাংলাদেশের এ্যাটর্নি জেনারেল;

(ঘ) বার কাউন্সিল কর্তৃক উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত একজন সদস্য;

(২) এডভোকেটগণের তালিকাভুক্তির পদ্ধতি এবং তালিকাভুক্তি কমিটির কার্যাবলি তদ্‌কর্তৃক যেরূপে নির্ধারিত হইবে সেইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে।]

১২। বার কাউন্সিলের সাময়িক শূন্যতা পূরণ করিতে হইবে,-

---

[১] উপ-দফা (খ) বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৪নং আইন) এর ৪ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।

[২] অনুচ্ছেদ ১১খ বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৪নং আইন) এর ৫ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(ক) যদি উক্ত শূন্যতা পূরণকারী ব্যক্তি পূর্বে সদস্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে একই নির্বাচনে উক্ত সদস্যর পর যিনি সর্বোচ্চ ভোট পাইয়াছেন, এবং উক্তরূপ ব্যক্তি না থাকিবার ক্ষেত্রে, এই আদেশের অধীন বার কাউন্সিলের নির্বাচন করিবার যোগ্য কোনো ব্যক্তিকে বার কাউন্সিল কর্তৃক কো-অপ্ট করিবার মাধ্যমে; এবং

(খ) [১][***] ভাইস-চেয়ারম্যান পদে শূন্যতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে, কাউন্সিল কর্তৃক উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে।

১৩। তালিকাভুক্তি ফি বা অনুদান, দান বা চাঁদা বাবদ বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ বার কাউন্সিলের তহবিলের অংশ হইবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা এবং ব্যবহার করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা- এই অনুচ্ছেদে "তালিকাভুক্তি ফি" অভিব্যক্তি অর্থে ফি ও তাহাদের পরিবার ও নির্ভরশীল, যৌথ বীমা স্কিম এবং কল্যাণ তহবিলের ফিও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

১৪। (১) বার কাউন্সিল, এডভোকেট এবং তাহাদের পরিবার ও নির্ভরশীলদের জন্য, যৌথ বীমা স্কিম এবং কল্যাণ তহবিল গঠন করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে এইরূপ কোনো তহবিল গঠন করা হয়, সেইক্ষেত্রে তালিকাভুক্ত প্রত্যেক এডভোকেট নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ চাঁদা হিসাবে বা, ক্ষেত্রমত, প্রিমিয়াম হিসাবে তহবিলে জমা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) নির্ধারিত পদ্ধতিতে দফা (১) এর অধীন গঠিত তহবিল ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ব্যবহার করিতে হইবে।

১৫। (১) বার কাউন্সিল, প্রয়োজনে, দুস্থ এডভোকেট বা তাহার পরিবার ও নির্ভরশীলকে অথবা যুদ্ধ বিধ্বস্ত বা প্রাকৃতিক দূযোর্গ বা অন্যান্য অস্বাভাবিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো বার এসোসিয়েশনকে সহায়তা প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে ত্রাণ তহবিল গঠন করিতে পারিবে।

(২) দফা (১) এর অধীন ত্রাণ তহবিল নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ সমন্বয়ে গঠিত হইবে-

(ক) বার কাউন্সিলের অন্য যে কোনো তহবিল হইতে স্থানান্তরিত অর্থ;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) এডভোকেটগণ হইতে প্রাপ্ত চাঁদা; এবং

(ঘ) জনগণ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত দান।

(৩) ত্রাণ তহবিল হইতে সাহায্য হিসাবে ঋণ বা কোনো ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টি অথবা এককালীন অনুদান বা দ্রব্যাদি ক্রয় এবং বন্টন হিসাবে প্রদান করা যাইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের অধীন সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি ও শর্তাদি কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১৬। (১) বার কাউন্সিল নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে হিসাব বহি ও অন্যান্য বহি সংরক্ষণ করিবে।

---

১ "চেয়ারম্যান এবং" শব্দগুলি বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ১২নং আইন) এর ৩ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।

(২) বার কাউন্সিলের হিসাব একজন নিরীক্ষক কর্তৃক, নির্ধারিত সময় এবং পদ্ধতিতে, নিরীক্ষিত হইতে হইবে, যিনি [১][কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)] এর অধীন কোম্পানির নিরীক্ষা করিবার যথাযথ যোগ্য নিরীক্ষকগণের মধ্য হইতে বার কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

[২][(৩) দফা (২) এর অধীন নিরীক্ষিত হিসাব সংসদ সচিবালয়ের মাধ্যমে সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটির নিকট পেশ করিতে হইবে।]

১৭। কেবল বার কাউন্সিল, ট্রাইব্যুনাল বা কমিটির কোনো শূন্যতা বা গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে উক্ত কাউন্সিল বা কোনো ট্রাইব্যুনাল বা কমিটির কোনো কার্য সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

১৮। এই আদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধির বিধান অনুযায়ী সরল বিশ্বাসে কৃত বা অভিপ্রেত কোনো কাজের জন্য বার কাউন্সিল, কোনো ট্রাইব্যুনাল, কমিটি বা বার কাউন্সিলের কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

১৯। (১) এই আদেশের অন্যত্র ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি আইন পেশা প্রাকটিস করিবার অধিকারী হইবেন না যদি না তিনি একজন এডভোকেট হন।

(২) এই আদেশ, তদধীন প্রণীত বিধি এবং আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইনের বিধান সাপেক্ষে, একজন এডভোকেট অধিকার হিসাবে সমগ্র বাংলাদেশে প্রাকটিস করিবার, এবং বাংলাদেশের যে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা রাজস্ব কর্তৃপক্ষে উপস্থিত হইবার, কাজ করিবার এবং আরজি পেশ করিবার অধিকারী হইবে।

২০। বার কাউন্সিল এডভোকেটগণের একটি তালিকা প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবে যাহাতে নিম্নবর্ণিত নামসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকিবে -

(ক) এই আদেশ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে সকল ব্যক্তি এডভোকেট হিসাবে হাইকোর্ট বা যে কোনো আদালত বা হাইকোর্টের অধীনস্ত যে কোনো আদালতে প্রাকটিস করিবার অধিকারী ছিলেন;

(খ) যে সকল ব্যক্তি এই আদেশের বিধানের অধীন এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

২১। (১) এই আদেশ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে [৩][হাইকোর্টে প্রাকটিস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত] এডভোকেট ব্যতীত অন্য কোনো এডভোকেট হাইকোর্টে প্রাকটিস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন না, যদি না-

(ক) তিনি বাংলাদেশে অধঃস্তন আদালতে এডভোকেট হিসাবে দুই বৎসর প্রাকটিস করিয়া থাকেন;

(খ) তিনি আইনে স্নাতকধারী হন এবং সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রকাশিত বাংলাদেশের বাহিরে কোনো উচ্চ আদালতে এডভোকেট হিসাবে প্রাকটিস করিয়া থাকেন;

---

১ "কোম্পানি আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭নং আইন)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীর পরিবর্তে "কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন)" শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩৯নং আইন) এর ৭ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

২ দফা (৩) বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৩৯নং আইন) এর ৭ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

৩ "তালিকাভুক্ত" শব্দের পরিবর্তে "হাইকোর্টে প্রাকটিস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত" শব্দগুলি বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (তৃতীয় সংশোধন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ৫৩নং আদেশ) এর ২ অনুচ্ছেদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(গ) তিনি, তাহার আইনী প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার কারণে, এই দফার উপরি-উক্ত আবশ্যকতা হইতে বার কাউন্সিল কর্তৃক অব্যাহতি প্রাপ্ত হন।

(২) অনুচ্ছেদ ২২ এর অধীন নির্ধারিত ফি পরিশোধ এবং দফা (১) এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট শর্ত যথাযথভাবে পূরণ করা হইয়াছে মর্মে প্রমাণিত হইলে বার কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে হাইকোর্টে প্রাকটিস করিবার অনুমতি প্রদান করা হইবে।

২২। (১) বার কাউন্সিলে নিম্নবর্ণিত ফি প্রদানের জন্য বার কাউন্সিল বিধান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) এডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্তির ফি;

(খ) হাইকোর্টে প্রাকটিস করিবার অনুমতির জন্য ফি;

(গ) এডভোকেটগণ কর্তৃক প্রদেয় বার্ষিক ফি:

তবে শর্ত থাকে যে-

(অ) অনুচ্ছেদ ২০ এর দফা (ক) অনুযায়ী যে ব্যক্তির নাম এডভোকেটগণের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহাকে তালিকাভুক্তির ফি প্রদান করিতে হইবে না;

(আ) এই আদেশ প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে হাইকোর্টের একজন এডভোকেটকে হাইকোর্টে প্রাকটিস করিবার অনুমতির জন্য ফি প্রদান করিতে হইবে না; এবং

(ই) কোনো এডভোকেটকে ১৯৭১ বা ১৯৭২ সনের অনাদায়ী বার্ষিক ফি প্রদান করিতে হইবে না।

(২) দফা (১) এর উপ-দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত ফি নির্ধারিত কিস্তিতে, যদি থাকে, পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) দফা (১) এর উপ-দফা (গ) এ উল্লিখিত বার্ষিক ফি নির্ধারিত তারিখে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) যদি কোনো এডভোকেট নির্ধারিত দিনে তদকর্তৃক প্রদেয় কোনো ফি এর কিস্তি বা বার্ষিক ফি বা অনুচ্ছেদ ১৪ এর দফা (২) এর অধীন চাঁদা বা প্রিমিয়াম পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে তিনি নির্ধারিত পরিমাণ বিলম্ব ফি পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি তিনি উক্তরূপ কিস্তি, ফি, চাঁদা বা প্রিমিয়াম প্রদেয় তারিখের তৎপরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে, নোটিশ দ্বারা, কেন তাহার নাম এডভোকেটগণের তালিকা হইতে বাদ দেয়া হইবে না সেই মর্মে কারণ দর্শাইতে হইবে এবং যদি ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হয়, তাহা হইলে তাহার নাম এডভোকেটগণের তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত কিস্তি, ফি, চাঁদা বা প্রিমিয়ামের অনধিক জরিমানা আদায় হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার নাম পুনর্বহাল করা হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, তালিকাভুক্তি কমিটি, প্রতিটি বিষয়ের (case) অবস্থা বিবেচনা করিয়া, উক্তরূপ জরিমানা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। (১) তালিকার ভুক্তিসমূহ জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে হইবে এবং এইরূপ জ্যেষ্ঠতা নিম্নবর্ণিতভাবে নির্ধারিত হইবে, যথা:-

(ক) এই আদেশ প্রবর্তনের পূর্বে অনুচ্ছেদ ২০ এর দফা (ক) এ উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যে জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে ছিলেন, যথাক্রমে, সেই ক্রমানুসারে প্রথমে অন্তর্ভুক্ত হইবেন; এবং

(খ) এই আদেশের প্রবর্তনের পর এডভোকেট হিসাবে যাহারা তালিকাভুক্ত হইবেন তাহাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে যে তারিখে তিনি অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

(২) যেক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির জ্যেষ্ঠতার তারিখ একই হয় সেইক্ষেত্রে যিনি বয়সে বড় তিনি অন্যের জ্যেষ্ঠ হইবেন।

২৪। বার কাউন্সিল অনুচ্ছেদ ২৩ এর অধীন তালিকাভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্ধারিত ফরমে তালিকাভুক্তির সনদ ইস্যু করিবে।

২৫। (১) বার কাউন্সিল অনুচ্ছেদ ২০ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকার একটি অনুলিপি হাইকোর্টে প্রেরণ করিবে এবং পরবর্তীতে উক্ত তালিকায় কোনো পরিবর্তন, এবং সংযোজন, হইবার পর, যত দ্রুত সম্ভব, হাইকোর্টকে অবহিত করিতে হইবে।

(২) হাইকোর্ট উহার নিকট সরবরাহকৃত সকল পরিবর্তন এবং সংযোজন তালিকার অনুলিপিতে লিপিবদ্ধ করিবে।

২৬। (১) বাংলাদেশের এ্যাটর্নি জেনারেলের সকল এডভোকেটের উপর প্রাক-শ্রোতার (pre-audiance) অধিকার থাকিবে।

(২) আন্তঃজ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে অন্যান্য এডভোকেটের উপর প্রাক-শ্রোতার অধিকার নির্ধারিত হইবে।

২৭। (১) এই আদেশ এবং তদধীন প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষে, একজন ব্যক্তি এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভুক্তির যোগ্য হইবেন যদি তিনি নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করেন, যথা:-

(ক) তিনি একজন বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) তিনি একুশ বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন;

(গ) তিনি নিম্ন বর্ণিত ডিগ্রি অর্জন করিয়াছেন-

(অ) [১][***] বাংলাদেশ গঠিত হইয়াছে এইরূপ ভূ-খন্ডে অবস্থিত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইনের ডিগ্রি;

(আ) ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখের পূর্বে পাকিস্তানের যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইনের ডিগ্রি [২][:

তবে শর্ত থাকে যে, বার কাউন্সিল উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ তারিখের পর অর্জিত উক্ত ডিগ্রিকে স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে, যদি উহা এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,

---

১ "এই আদেশ প্রবর্তনের পূর্বে" শব্দগুলি বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির ৫৩নং আদেশ) এর ২ অনুচ্ছেদ দ্বারা বিলুপ্ত।

২ "; অথবা" সেমিকোলন ও শব্দের পরিবর্তে কোলন (:) এবং শর্তাংশ বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৪১নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

তিনি তাহার নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে উক্ত তারিখের পর বাংলাদেশে ফেরত আসিতে পারেন নাই; অথবা]

(ই) ১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭ তারিখের পূর্বে, ভারত সরকার আইন, ১৯৩৫ এ সংজ্ঞায়িত ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোনো এলাকায় অবস্থিত যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইনের ডিগ্রি; অথবা

(ঈ) বার কাউন্সিল কর্তৃক স্বীকৃত বাংলাদেশের বাহিরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইনে ব্যাচেলর ডিগ্রি; অথবা [১][***] তিনি একজন ব্যারিস্টার;

(ঘ) তিনি বার কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; এবং

(ঙ) তিনি তালিকাভুক্তি ফি পরিশোধ করিয়াছেন এবং বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত বিধির নির্ধারিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করিয়াছেন।

[২][(১ক) দফা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি মোক্তার হিসাবে সাত বৎসর প্রাকটিস করিয়া থাকিলে, এই আদেশের অন্যান্য বিধান ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধান সাপেক্ষে, তিনি এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন, যদি তিনি দফা (১) এর উপ-দফা (ক), (খ), (ঘ) এবং (ঙ) এর নির্ধারিত শর্তাবলি পূর্ণ করেন।]

(২) কোনো ব্যক্তি এডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্ত হইবার পূর্বে, বার কাউন্সিল তাহাকে তদকর্তৃক নির্ধারিত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে বলিতে পারিবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভুক্তির অযোগ্য হইবেন যদি-

(ক) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অভিযোগে সরকারি চাকরি বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্পোরেশন হইতে বরখাস্ত হন, যদি না তাহার বরখাস্তের পর দুই বৎসর অতিক্রান্ত হয়; অথবা

(খ) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোনো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, যদি না শাস্তির মেয়াদ শেষ হইবার পর পাঁচ বৎসর অথবা সরকার কর্তৃক, এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তদাপেক্ষা কম সময়, অতিক্রান্ত হয়।

২৭ক। [অনুচ্ছেদ ২৭ক বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ৮নং আইন) এর ৪ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।]

২৮। কোনো মহিলা তাহার লিঙ্গের কারণে এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভুক্তির অযোগ্য হইবেন না।

২৯। এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য বার কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

৩০। (১) বার কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভুক্তির সকল আবেদন তালিকাভুক্তি কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

---

১ "(উ)" বন্ধনী এবং সংখ্যা বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৬০নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।

২ দফা (১ক) বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৬০নং আইন) এর ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(২) তালিকাভুক্তি কমিটি কোনো আবেদন মঞ্জুর করিতে পারিবে অথবা না মঞ্জুরের কারণ উল্লেখ করিয়া উহা বার কাউন্সিলের নিকট ফেরত প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে উক্তরূপে কোনো আবেদন ফেরত প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে বার কাউন্সিল তালিকাভুক্তি কমিটির লিপিবদ্ধ কারণসমূহ বিবেচনা করিয়া, আবেদনটি মঞ্জুর করিতে বা প্রত্যাখান করিতে পারিবে।

৩১। একজন এডভোকেট নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহার প্রাকটিস স্থগিত করিতে পারিবেন।

৩২। (১) একজন তালিকাভুক্ত এডভোকেটকে, এতদ্‌পরবর্তীতে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে, পেশাগত বা অন্যান্য অসদাচরণের অপরাধের জন্য ভৎর্সনা বা প্রাকটিস হইতে সাময়িক বরখাস্ত বা অপসারণ করা যাইবে।

(২) কোনো আদালত বা অন্যান্য ব্যক্তি কর্তৃক কোনো এডভোকেটের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রাপ্তির পর, বার কাউন্সিল মামলাটি, যদি উক্ত অভিযোগ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রত্যাখান না করে, নিষ্পত্তির জন্য অনুচ্ছেদ ৩৩ এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালে (অতঃপর ট্রাইব্যুনাল বলিয়া উল্লিখিত) প্রেরণ করিবে এবং যদি ইহার ভিন্নভাবে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, উক্ত এডভোকেট উক্তরূপ অপরাধ করিয়াছেন, তাহা হইলে স্ব-উদ্যোগে উক্তরূপ প্রেরণ করিতে পারিবে।

৩৩। (১) বার কাউন্সিল এক বা একাধিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে এবং প্রতিটি ট্রাইব্যুনাল তিনজন ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত হইবে তন্মধ্যে দুইজন কাউন্সিল কর্তৃক উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন এবং অপরজন কাউন্সিল কর্তৃক তালিকাভুক্ত এডভোকেটগণের মধ্য হইতে কো-অপ্ট হইবেন, এবং ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণের মধ্যে যিনি সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ তিনি ইহার চেয়ারম্যান হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশের এ্যাটর্নি জেনারেল ট্রাইব্যুনালের সদস্য হইতে পারিবেন না।

(২) এই আদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল আইন, ১৯৬৫ (১৯৬৫ সনের ৩নং আইন) এর অধীন গঠিত কোনো ট্রাইব্যুনালে কোনো তদন্ত (enruary) কার্য নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, উক্তরূপ তদন্ত দফা (১) এর অধীন বার কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবে এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল তদন্ত কার্য সেই পর্যায় হইতে শুরু করিবে যে পর্যায়ে উহার পূর্ববর্তী ট্রাইব্যুনাল রাখিয়া গিয়াছে;

(খ) বার কাউন্সিলের মেয়াদ শেষ হইবার প্রাক্কালে এই আদেশের অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনালে কোনো তদন্ত নিষ্পন্নাধীন থাকিলে, উক্ত ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উক্ত তদন্ত সমাপ্ত ও নিষ্পত্তি করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, লিখিত আদেশ দ্বারা, দফা (৩) এর অধীন গঠিত ট্রাইব্যুনাল দ্বারা উক্তরূপ তদন্ত সমাপ্ত করিবার এবং নিষ্পত্তির নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং অতঃপর উক্ত তদন্ত তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হইবে এবং যে পর্যায়ে তদন্ত স্থানান্তরিত হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে ট্রাইব্যুনাল তদন্ত শুরু করিবে।

৩৪। (১) ট্রাইব্যুনাল কোনো এডভোকেটের আচরণ সংক্রান্ত তদন্ত করিবার ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(২) ট্রাইব্যুনাল মামলা শুনানির জন্য দিন নির্ধারণ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট এডভোকেট এবং বাংলাদেশের এ্যাটর্নি জেনারেলকে উক্তরূপ শুনানির জন্য নির্ধারিত দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে এবং মামলার আদেশ প্রদানের পূর্বে

সংশ্লিষ্ট এডভোকেট এবং বাংলাদেশের এ্যাটর্নি জেনারেলকে সাক্ষ্য উপস্থাপনের, যদি থাকে, এবং শুনানির সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) এই আদেশ ও আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ট্রাইব্যুনালের যে কোনো সদস্যকে মামলাটি বিবেচনা করিবার এবং প্রাথমিক বিবেচ্য বিষয় এবং সাক্ষ্য রেকর্ড করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) তদন্ত সমাপ্তির পর ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ খারিজ (dismiss) করিতে পারিবে অথবা, বার কাউন্সিলের স্ব-উদ্যোগে কোনো রেফারেন্স প্রেরিত হইলে, কার্যধারা নথিভুক্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে; অথবা অনুচ্ছেদ ৩২ এর দফা (১) এ বর্ণিত যে কোনো শাস্তি আরোপ করিতে পারিবে।

(৫) যেক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল কোনো এডভোকেটকে প্রাকটিস স্থগিতের আদেশ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে ইহা স্থগিতের সময়কাল নির্দিষ্ট করিয়া দিবে, এবং উক্ত সময়ের মধ্যে এডভোকেট বাংলাদেশের যে কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষ অথবা ব্যক্তির সম্মুখে প্রাকটিস করিতে পারিবেন না।

(৬) ট্রাইব্যুনাল উহার সম্মুখে উপস্থাপিত কার্যধারার জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ খরচের আদেশ দিতে পারিবে; এবং ট্রাইব্যুনাল যদি অভিমত পোষণ করে যে, এডভোকেটের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি মিথ্যা ও বানোয়াট, তাহা হইলে ইহা, অতিরিক্ত হিসাবে, এবং এডভোকেটের জন্য অন্যান্য প্রতিকারের অধিকারকে ক্ষুন্ন না করিয়া, কঠোর জরিমানা অনধিক পাঁচশত টাকা অভিযোগকারীর উপর আরোপ করিতে পারিবে, যাহা ক্ষতিপূরণ হিসাবে এডভোকেটকে প্রদান করিতে হইবে।

(৭) ট্রাইব্যুনালের প্রতিটি খরচ বা দৃষ্টান্তমূলক খরচের আদেশ হাইকোর্টের আদেশের ন্যায় কার্যকরযোগ্য হইবে।

(৮) ট্রাইব্যুনাল, উহার স্ব উদ্যোগে বা এতদুদ্দেশ্যে কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে, দফা (৪) বা (৬) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে এবং যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ বহাল রাখিতে, পরিবর্তন করিতে বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৯) যেক্ষেত্রে এই আদেশের অধীন কোনো এডভোকেটকে ভৎর্সনা করা হয় অথবা প্রাকটিস স্থগিত করা হয়, সেইক্ষেত্রে তালিকাভুক্তিতে তাহার নামের বিপরীতে শাস্তির বিষয়টি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং যখন কোনো এডভোকেটকে প্রাকটিস করা হইতে অপসারণ করা হয় সেইক্ষেত্রে তাহার নাম তাৎক্ষণিকভাবে তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে; এবং উক্তরূপে স্থগিতকৃত বা অপসারিত এডভোকেটের সনদ প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩৫। (১) উপরি-বর্ণিত যে কোনো তদন্তের উদ্দেশ্যে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) এর অধীন দেওয়ানি আদালতের যে ক্ষমতা রহিয়াছে ট্রাইব্যুনালের সেই ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

(ক) কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা,

(খ) কোনো দলিল উপস্থাপনে বাধ্য করা, এবং

(গ) কোনো সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কমিশন ইস্যু করা:

তবে শর্ত থাকে যে, হাইকোর্টের পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো আদালতের দায়িত্বরত কর্মকর্তাকে অথবা, সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত ফৌজদারি বা রাজস্ব আদালতের কর্মকর্তাকে উপস্থিত হইবার আদেশ প্রদানের ক্ষমতা ট্রাইবুনালের থাকিবে না।

(২) বাংলাদেশ দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫নং আইন) এর ধারা ১৯৩ এবং ২২৮ এর সংজ্ঞাধীনে উক্তরূপ তদন্ত বিচারিক কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে; এবং ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ৪৮০ ও ৪৮২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ট্রাইবুনাল দেওয়ানি আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা বা দলিল উপস্থাপনে বাধ্য করা বা কমিশন ইস্যু করিবার উদ্দেশ্যে-

(ক) বার কাউন্সিলের অধিক্ষেত্রই হইবে ট্রাইব্যুনালের স্থানীয় অধিক্ষেত্র; এবং

(খ) ট্রাইব্যুনাল কোনো সাক্ষীর উপস্থিতির জন্য বা দলিল উপস্থাপনের জন্য সমন বা অন্যান্য প্রসেস, অথবা কমিশন যাহা ইস্যু করিতে ইচ্ছুক, ট্রাইব্যুনাল যে স্থানে বসিবে সেই স্থানের অধিক্ষত্রে সম্পন্ন দেওয়ানি আদালতে পাঠাইতে পারিবে, এবং দেওয়ানি আদালত উক্ত প্রসেস প্রেরণ করিবে বা, ক্ষেত্রমত, কমিশন ইস্যু করিবে, এবং উক্ত প্রক্রিয়া এমনভাবে কার্যকর করিবে যেন ইহা উহার সম্মুখে উপস্থিতি বা উপস্থাপনের জন্য একটি প্রক্রিয়া।

(৪) সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সনের ১নং আইন) এর ধারা ১৩২ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্তরূপ তদন্তের ট্রাইব্যুনালের কার্যধারা দেওয়ানি কার্যধারা হিসাবে গণ্য হইবে, এবং অনুরূপভাবে উক্ত ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৩৬। (১) অনুচ্ছেদ ৩৪ এর অধীন প্রদত্ত ট্রাইব্যুনালের কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তি, তাহার নিকট আদেশ প্রেরণের নব্বই দিনের মধ্যে, হাইকোর্টে আপিল করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ আপিল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক শুনানি অনুষ্ঠিত হইবে যাহা উপযুক্ত যে কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং হাইকোর্টের আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

৩৭। অনুচ্ছেদ ৩৬ এর অধীন আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, তামাদি আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৯নং আইন) এর ধারা ৫ ও ১২ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৩৮। অনুচ্ছেদ ৩৬ এর অধীন দাখিলকৃত আপিল যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীলে করা হইয়াছে সেই আদেশের কার্যকরতা স্থগিত করিবে না, কিন্তু হাইকোর্ট, উপযুক্ত কারণে, তদকর্তৃক উপযুক্ত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, উক্ত আদেশ স্থগিত করিতে পারিবে।

৩৯। বার কাউন্সিল নির্ধারিত পদ্ধতি এবং শর্ত সাপেক্ষে, কোনো বার এসোসিয়েশনকে স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে।

৪০। [১][(১) বার কাউন্সিল, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে-

(ক) বার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পদ্ধতি;

(খ) বার কাউন্সিলের [২][***] ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচন পদ্ধতি;

---

[১] দফা (১) বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৪নং আইন) এর ৬ ধারা দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] "চেয়ারম্যান এবং" শব্দগুলি বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিশনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ১২নং আইন) এর ৩ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।

(গ) বার কাউন্সিলের কোনো নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে বা বার কাউন্সিলের [১][***] ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ বা বিরোধ দেখা দিলে কোন পদ্ধতিতে এবং কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিষয়টি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইবে;

(ঘ) বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং ভাইস-চেয়ারম্যানের ক্ষমতা ও দায়িত্ব;

(ঙ) বার কাউন্সিলের সভা আহ্বান ও সভা অনুষ্ঠান করা, উক্ত সভা অনুষ্ঠানের সময় ও স্থান, উহার কার্যপদ্ধতি এবং কোরাম গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ;

(চ) বার কাউন্সিলের কমিটি গঠন ও উহার দায়িত্ব এবং উক্তরূপ কমিটির সদস্যগণের মেয়াদ;

(ছ) কমিটির সভা আহ্বান ও সভা অনুষ্ঠান করা, উক্ত কমিটির কার্যপদ্ধতি এবং কোরাম গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ;

(জ) বার কাউন্সিল কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদের যোগ্যতা ও শর্তাবলি;

(ঝ) বার কাউন্সিলের তহবিল ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা, ব্যবহার এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়;

(ঞ) বিশেষ উদ্দেশ্যে বার কাউন্সিল কর্তৃক পৃথক তহবিল গঠন এবং বার কাউন্সিলের সাধারণ তহবিল ব্যবহার উদ্দেশ্যে;

(ট) বার কাউন্সিল কর্তৃক হিসাব বহি ও অন্যান্য বহি সংরক্ষণ;

(ঠ) বার কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ এবং নিরীক্ষা;

(ড) এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভুক্তির জন্য যে পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হইতে হইবে;

(ঢ) এডভোকেট হিসাবে ভর্তির জন্য আবেদন ফরম এবং উক্ত আবেদন নিষ্পত্তির পদ্ধতি;

(ণ) একজন এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার শর্তাদি;

(ত) যে পদ্ধতিতে একজন এডভোকেট তাহার প্রাকটিস স্থগিত করিতে পারিবেন;

(থ) অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রদেয় ফি, হাইকোর্টে প্রাকটিস করিবার অনুমতির জন্য প্রদেয় ফি; উক্ত ফি পরিশোধের জন্য কিস্তি, যদি থাকে;

(দ) একজন এডভোকেট হিসাবে হাইকোর্টে প্রাকটিস করিবার অনুমতি প্রদানের ফরম;

(ধ) এডভোকেটগণ কর্তৃক অনুসৃত পেশাগত আচরণ ও নৈতিকতার মানদণ্ড;

(ন) বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কর্তৃক অনুসৃত আইন শিক্ষার মানদণ্ড এবং উক্ত উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন;

---

[১] "চেয়ারম্যান এবং" শব্দগুলি বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিসনার ও বার কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ১৯৭৫ (১৯৭৫ সনের ১২নং আইন) এর ৩ ধারা দ্বারা বিলুপ্ত।

(প) বার এসোসিয়েশন স্বীকৃতি পাইবার পদ্ধতি ও শর্তাদি;

(ফ) কোনো এডভোকেটের আচরণ সংক্রান্ত তদন্তের ক্ষেত্রে বার কাউন্সিলের কোনো ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি;

(ব) এই আদেশের অধীন কোনো বিষয়ে ফি আরোপ;

(ভ) বার কাউন্সিলের অনুসরণের জন্য সাধারণ নীতিমালা।

(৩) বার কাউন্সিল কর্তৃক বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, এই অনুচ্ছেদের অধীন বার কাউন্সিলের ক্ষমতা সরকার কর্তৃক প্রয়োগ করা যাইবে।

৪১। কোনো ব্যক্তি এডভোকেট না হইয়া আইন পেশার প্রাকটিস করিলে এবং কোনো ব্যক্তি এই আদেশের অধীন হাইকোর্টে প্রাকটিস করিবার অধিকারী না হইয়া হাইকোর্টে প্রাকটিস করিলে সর্বোচ্চ ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৪২। (১) এই আদেশ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) ২৬শে মার্চ, ১৯৭১ হইতে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত এডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্ত সকল ব্যক্তির তালিকাভুক্তি তাৎক্ষণিকভাবে বাতিল হইবে; এবং

(খ) ১লা জানুয়ারি, ১৯৭২ হইতে ৩০শে জুন, ১৯৭২ এর মধ্যে এডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্ত সকল ব্যক্তি ১লা জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে তালিকাভুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) দফা (১) এর উপ-দফা (ক) এর অধীন কোনো ব্যক্তির এডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্তি বাতিল হইলে তিনি নূতন তালিকাভুক্তির যোগ্য হইবেন এবং এইরূপ তালিকাভুক্তির জন্য তালিকাভুক্তি কমিটির নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) দফা (১) এর উপ-দফা (ক) এর অধীন কোনো ব্যক্তির এডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্তি বাতিল হইলেও, এই আদেশ কার্যকর হইবার পূর্ব পর্যন্ত উক্ত ব্যক্তির এডভোকেট হিসাবে কৃত সকল কার্য বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৩। লিগ্যাল প্রাকটিসনার এবং বার কাউন্সিল আইন, ১৯৬৫ (১৯৬৫ সনের ৩ নং আইন) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

৪৪। এই আদেশ কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে,-

(ক) পূর্ব পাকিস্তান বার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত সকল সম্পদ ও সম্পত্তি বার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত হইবে;

(খ) বাংলাদেশে অবস্থিত পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সকল সম্পদ ও সম্পত্তি বার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত হইবে;

(গ) কোনো চুক্তি বা অন্য কোনোভাবে পূর্ব পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সকল অধিকার, দায়-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা বার কাউন্সিলের অধিকার, দায়ি-দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা হইবে;

(ঘ) শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বা অন্য কোনো বিষয় সংক্রান্ত কোনো কার্যধারা পূর্ব পাকিস্তান বার কাউন্সিলের নিকট নিষ্পন্নাধীন থাকিলে উহা তাৎক্ষণিকভাবে বার কাউন্সিলের নিকট স্থানান্তরিত হইবে;

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তান বার কাউন্সিলের ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত কোনো মামলার আপিল পাকিস্তান বার কাউন্সিলের আপিল ট্রাইব্যুনালে নিষ্পন্নাধীন থাকিলে উহা তাৎক্ষণিকভাবে হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হইবে এবং এতদ্‌বিষয়ে হাই কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে;

(চ) বাংলাদেশে কর্মরত পাকিস্তান বার কাউন্সিল এবং পূর্ব পাকিস্তান বার কাউন্সিলের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাৎক্ষণিকভাবে বার কাউন্সিলে স্থানান্তরিত হইবেন এবং বার কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত শর্তে উহার চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন; এবং

(ছ) পাকিস্তান বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত পেশাগত আচরণ ও নৈতিকতা নিয়মাবলি বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলি বলিয়া গণ্য হইবে এবং নিয়মাবলির যে সকল স্থানে “পাকিস্তান” শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে উহার পরিবর্তে “বাংলাদেশ” শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪৫। [১][অনুচ্ছেদ ২৭ এর দফা (১ক) এর বিধান ব্যতীত, কোনো কিছুই] এই আদেশের মোক্তার এবং রাজস্ব প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং এই আদেশ প্রবর্তনের পূর্বে প্রত্যেক মোক্তার ও রাজস্ব প্রতিনিধি যেভাবে প্রাকটিস করিতেছিলেন সেইভাবে যে কোনো আদালত বা রাজস্ব কর্মকর্তা বা কোনো কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির সম্মুখে প্রাকটিস করিবার অধিকার ভোগ করিবেন, উক্তরূপ প্রবর্তনের পূর্বে তিনি যে কর্তৃপক্ষের অধীন ছিলেন সেই কর্তৃপক্ষের শৃঙ্খলামূলক এখতিয়ারাধীনে থাকিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে লিগ্যাল প্রাকটিসনার আইন, ১৮৭৯ (১৮৭৯ সনের ১৮নং আইন), বা অন্যান্য আইন এমনভাবে প্রযোজ্য হইবে যেন উহারা লিগ্যাল প্রাকটিসনার এবং বার কাউন্সিল আইন, ১৯৬৫ (১৯৬৫ সনের ৩নং আইন) দ্বারা রহিত হয় নাই।

৪৬। এই আদেশের কোনো বিধান, বিশেষ করিয়া ক্রান্তিকালীন সংক্রান্ত বিষয়ে এই আদেশ দ্বারা রহিতকৃত আইন হইতে এই আদেশের বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিলে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, এই আদেশের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখিয়া, উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বা সমীচীন বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

---

[১] “কোনো কিছুই” শব্দের পরিবর্তে “অনুচ্ছেদ ২৭ এর দফা (১ক) এর বিধান ব্যতীত , কোনো কিছুই” শব্দগুলি, বন্ধনী, সংখ্যা, বর্ণ এবং কমা বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাকটিশনার এবং বার কাউন্সিল (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৪০নং আইন) এর ৩ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।